তারিখ 4 JUL 2017
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

দৈনিক ইত্তেফাক

রাজবাড়ী : গোয়ালন্দ উপজেলার দৌলতদিয়া ইউনিয়নের কুশাহাটা গ্রামের প্রাথমিক শিক্ষার আলো বঞ্চিত শিশুরা—ইত্তেফাক

পদ্মার করাল গ্রাসে শিক্ষার আলোবঞ্চিত দৌলতদিয়া চরাঞ্চলের ১২০ পরিবার

■ রাজবাড়ী প্রতিনিধি

প্রায় ২০ বছর আগের কথা। পদ্মার ভাঙনে সবই নদীর পেটে চলে যায় গোয়ালন্দ উপজেলার দৌলতদিয়া ইউনিয়নের কুশাহাটা এলাকাটি। রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ উপজেলার দৌলতদিয়া ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের আওতাধীন কুশাহাটা চরাঞ্চলের ১২০টি পরিবারের সহস্রাধিক মানুষ দীর্ঘ ৫ বছর যাবৎ নাগরিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত রয়েছে। চরাঞ্চলের প্রায় দেড় শতাধিক শিশু শিক্ষার আলো পাচ্ছে না।

পদ্মার নদীর তীরবর্তী গোয়ালন্দ উপজেলাধীন দৌলতদিয়া ফেরিঘাট থেকে ৫ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে পদ্মার চরাঞ্চলে ৫ বছর যাবৎ আবারো নতুন করে গড়ে উঠেছে কুশাহাটা এলাকা বাসিন্দাদের বসবাস। পদ্মার বুকে ভেসে ভেসে মাছ ধরা ও চরাঞ্চলেই কৃষিকাজ করে তাদের জীবিকা অর্জনের একমাত্র উপায়। ওই চরাঞ্চলে বসবাসরত নাগরিক স্বাস্থ্য চিকিৎসা, সেনিটেশন, বিশুদ্ধ পানি, অন্ন, বস্ত্র ও আর্থিক সঙ্কটসহ সব ধরনের নাগরিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত রয়েছে। এমনকি কোনো এনজিও সংস্থার কর্মীদের পদচারণাও হয়নি ওই চরাঞ্চলে।

বিগত কয়েকদিন আগে দৌলতদিয়ার ক্যানাল ঘাট থেকে ট্রলারযোগে কুশাহাটা চরাঞ্চলে পৌছালে মনে হয় চারপাশে কাশফুলের ঘাসে সবুজে ঘেরা আদর্শ গ্রাম। চোখ জুড়িয়ে যায়। দেখা যায়, ওই চরাঞ্চলে জয়পুর মহর আলী সরদার পাড়া, মকবুল ফকিরপাড়া ও মাইনদ্দিন ফকিরপাড়া নামে তিনটি পাড়া। সেখানে বসবাসরত শত শত নারী-পুরুষ ও শিশুদের সাথে কথা হয় প্রতিবেদকের। তারা জানায়, দুঃখ ও ক্ষোভের শতকথা।

ওই গ্রামটিতে মাত্র একটি মসজিদ ছাড়া প্রতিষ্ঠিত হয়নি কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। নেই সেবামূলক বা সামাজিক কোনো প্রতিষ্ঠান।

তাদের দাবী একটাই, চায় সু-নাগরিকের সকল সুবিধা ও শিশুদের করতে চায় শিক্ষার আলোয় আলোকিত। একটা প্রাথমিক বিদ্যালয় তাদের অতি প্রয়োজন।

চরাঞ্চল এলাকা ঘুরে জানা গেছে, দীর্ঘ প্রায় ২০ বছর আগে গোয়ালন্দ উপজেলাধীন কুশাহাটা এলাকাটি পদ্মার ভাঙনে বিলীন হয়ে যায়। তখন কুশাহাটার এই পরিবারগুলো পার্শ্ববর্তী মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয় থানার কানাইদিয়ার চরাঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। তারা সেখানে ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করে এবং ঐ এলাকার ঠিকানায় তাদের জাতীয় পরিচয় পত্র তৈরি হয়।

২০১৩ সালে আবার কুশাহাটা চর জেগে ওঠে এবং কানাইদিয়ার চরে নতুন করে পদ্মার ভাঙন দেখা দেয়। কানাইদিয়া ১৫ বছর বসবাসের পর তারা পুনরায় কুশাহাটা এসে বসতি স্থাপন করেছে। বর্তমানে তাদের নাগরিক ঠিকানা মানিকগঞ্জ শিবালয় থানার কানাইদিয়া এবং বসতি ঠিকানা রাজবাড়ী জেলা গোয়ালন্দ উপজেলা দৌলতদিয়ার ১নং ওয়ার্ড কুশাহাটা। দৈত ঠিকানার কারণে তারা উভয় জেলা থেকে নাগরিক সুবিধা পাচ্ছে না।

পরিদর্শনকালে ঐ এলাকার ভুক্তভোগী বাসিন্দা গোয়ালন্দ উপজেলার পরিষদের চেয়ারম্যান এ বিএম নুরুল ইসলামের ভাই নেকবার হোসেন মণ্ডল জানান, আজ থেকে বিশ বছর আগের কথা। আমরা একই গ্রামেই বাস করতাম। ২০০১ সালের পদ্মা ভাঙনে আমরা মানিকগঞ্জের কানাইদিয়ার চরে বসতি গড়ি। আমার ভাই গোয়ালন্দ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এবিএম নুরুল ইসলাম গোয়ালন্দ বাজার চলে যায়। এসময় কুশাহাটা গ্রামের মহর আলী, মসজিদের ইমাম মোকারম আলী মণ্ডল, মোঃ মাইনদ্দিন মণ্ডল, তমছের মণ্ডলসহ অনেকে বলেন, এই কুশাহাটায় এক সময় বিরাট বাজার ছিল, হাসপাতাল, পাকা সড়ক, স্কুল সবই ছিল। আমাদের ভোটে এক সময় চেয়ারম্যান-মেম্বার বানাইতাম। তখন তারা আমাদের সম্মান করত। আমরা এখানকার ভোটার না থাকায় কেউ আমাদের খবর নেয় না। আপনাদের কাছে আর কিছু চাই না, আপনারা এই গ্রামে একটা স্কুল এবং কুশাহাটা দৌলতদিয়া ইউনিয়নে ভোটার তালিকায় আমাদের নাম তোলার ব্যবস্থা করে দিন।

কুশাহাটা চরাঞ্চলের জনবসতি পূর্বে দৌলতদিয়া ইউনিয়নের বাসিন্দা থাকার কথা স্বীকার করে গোয়ালন্দ উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও দৌলতদিয়া ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মোঃ নুরুল ইসলাম মণ্ডল বলেন, পদ্মার ভাঙনে ওই এলাকাবাসী অন্যত্র চলে যায়। বর্তমানে আবার ফিরে এসেছে। কিন্তু তাদের ভোটার তালিকায় দৌলতদিয়া ইউনিয়নের বাসিন্দা না হওয়ায় আমি সরকারের দেওয়া কোনো প্রকার উন্নয়নমূলক সেবা বা কোনো কিছুই করতে পারছি না। তারা যখন আমার কাছে এসে পূর্বের পরিচয় নতুন করে দেয়, আমি ব্যক্তিগতভাবে যতটা পারি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেই।

গোয়ালন্দ উপজেলা নির্বাচন অফিসার মোঃ আতিয়ার রহমান জানান, গোয়ালন্দ উপজেলায় চারাঞ্চলে, কুশাহাটাসহ কয়েকটি গ্রামের ভোটার তালিকা কোড নেই। নেই কোনো জনমানবের তালিকাও। শুনেছি ওই গ্রামে নতুনভাবে আবারো বসতি গড়ে উঠেছে। তাদের সুবিধার্থে গ্রামগুলোর কোড নাম্বার ও ভোটার তালিকা এবং জাতীয় পরিচয়পত্র স্থানান্তর কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। অনুমোদন পেলেই গোয়ালন্দ উপজেলা স্ব-স্ব এলাকায় তাদের নাম অন্তর্ভুক্ত করা যাবে।